রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ১৩, ১৯৮৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউট

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

ঢাকা, ৩০শে চৈত্র, ১৩৯৪/১৩ই এপ্রিল, ১৯৮৮

নং এস, আর, ও ৮৪-আইন/৮৮—বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস আদেশ, ১৯৭৩ (পি, ও, নং ২, ১৯৭৩) এর ২৮ ধারায় বর্ণিত ১নং অনুচ্ছেদে অর্পিত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউট এর কাউন্সিল সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস উপ-বিধি, ১৯৭৩ এর নিম্নোক্ত কতিপয় ক্ষেত্রে পুনঃ সংশোধনী আনয়ন করিয়াছেন, যাহা রাষ্ট্রপতি আদেশের উপরোল্লিখিত ধারার ৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পূর্বাহ্নেই প্রকাশিত হইয়াছে ;

উপরোক্ত উপ-বিধিমালার—

(১) ৬৮ উপ-বিধির 'সি' দফার উপ-দফা (১) এবং (২) বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং উপ-দফা (৩), (৪), (৫), (৬) ও (৭) উপ-দফা (১), (২), (৩), (৪), ও (৫) হিসাবে পুনঃ নম্বর যোগে প্রতিস্থাপিত হইবে।

(২) উপ-বিধি ৭৭ এর ৩ দফার স্থলে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

"(৩) একজন ছাত্র—প্রশিক্ষণে অনুমতিপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৯ হইতে প্রতি প্রশিক্ষণার্থী ছাত্রকে প্রথম বৎসরের জন্য কমপক্ষে মাসিক তিনশত টাকা, দ্বিতীয় বৎসরের জন্য তিনশত পঞ্চাশ টাকা এবং তৃতীয় বৎসরের জন্য চারশত টাকা হিসাবে ভাতা প্রদান করিবেন।";

মূল্যঃ ৯০ পয়সা

(৪) উপ-বিধি ৮৮(এ) এর পরে নিম্নোক্ত নতুন উপ-বিধি ৮৮(বি) সংযোজিত হইবেঃ—

"৮৮(বি)—কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্কে কাউন্সিলের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ যে কোন ব্যক্তি যিনি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা অথবা ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রথম পর্ব বা দ্বিতীয় পর্বের পাঠ্যক্রম 'এ' অথবা 'বি' অথবা 'সি' এর অধীনে উত্তীর্ণ হইয়াছেন কাউন্সিল স্বীয় ক্ষমতাবলে সংশোধিত পাঠ্যক্রমের আওতায় প্রথম পর্ব অথবা দ্বিতীয় পর্বের যে কোন পত্রে বা পত্রসমূহে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।"

(৫) উপ-বিধি ৯০ এর (৩) দফায় 'ফুল-স্টপ' এর জায়গায় একটি 'কোলন' প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি সংযোজিত হইবেঃ

"তবে শর্ত থাকে যে, কোন ছাত্রই উপরোক্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না যদি না তিনি ১লা জুলাই, ১৯৮৫ হইতে অথবা প্রশিক্ষণে নিবন্ধনের তারিখ হইতে যাহা পরে সংঘটিত হয়, দশ বৎসরের মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম না হন"; এবং

(৬) উপ-বিধি ১০৭ এর (২) দফায় "৫·০০ টাকা প্রদান" করার পরিবর্তে "৫০·০০ টাকা প্রদান" শব্দাবলী ও অংক প্রতিস্থাপিত হইবে।

নং এস, আর, ও ৮৫-আইন/৮৮—বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস উপ-বিধি, ১৯৭৩ এ নিম্নোক্ত কতিপয় খসড়া পুনঃ সংশোধনী যাহা বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউট এর কাউন্সিল বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস আদেশ, ১৯৭৩ (পি, ও, নং ২, ১৯৭৩) এর ২৮নং ধারার ১নং অনুচ্ছেদে অর্পিত ক্ষমতাবলে সরকারের অনুমোদনক্রমে কার্যকর করার প্রস্তাব করিতেছেন এবং যাহা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য উক্ত ধারার ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, অত্র খসড়া সংশোধনীসমূহ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার ১৫ (পনের) দিন পরে কার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। অবশ্য উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির নিকট হইতে উপরোক্ত খসড়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি বা পরামর্শ পাওয়া যায় তবে তাহা কাউন্সিল কর্তৃক বিবেচিত হইবে।

খসড়া সংশোধনী

উপরোক্ত উপ-বিধির ৩ অধ্যায়ে বর্ণিত উপ-বিধি ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ এর জন্য নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদাবলী প্রতিস্থাপিত হইবেঃ

"১১। নির্বাচনের তারিখ—কাউন্সিল ১০নং ধারার ২নং অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (৩) মোতাবেক কাউন্সিল সদস্যদের নির্বাচনের তারিখ এমনভাবে স্থির করিবেন যাহাতে বর্তমান কাউন্সিলের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দুই মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন হইতে পারে।

১১(এ)। নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কর্মকর্তাবৃন্দ—(১) কাউন্সিল নির্বাচনের তারিখ স্থির করিবার সময় যুগপৎভাবে ইনস্টিটিউট সদস্যদের মধ্য হইতে এমন একটি পাঁচ-সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করিবেন যাহারা কেহ-ই কাউন্সিল সদস্য নন বা কাউন্সিল সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী নন।

(২) এই উপ-বিধি অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কোন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন না।

(৩) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক ইনস্টিটিউট সদস্য ব্যতীত যে কোন সংখ্যক কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে কাউন্সিল কর্তৃক প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবে।

(৫) নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যাহারা এই উপ-বিধি অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে নিয়োজিত হইবেন তাহাদেরকে কাউন্সিল কর্তৃক সময়ে সময়ে গৃহীত হারে ভাতা প্রদান করিতে পারিবেন।

১১(বি)। **নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা**—নির্বাচন কমিশন কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাচনের তারিখের কমপক্ষে দশ সপ্তাহ পূর্বে ইনস্টিটিউট সদস্যদের মধ্যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করিবেন।

১১(সি)। **সাময়িক/প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার আসন সংখ্যা**—(১) নির্বাচন কমিশন ইহার নিয়োগের এক সপ্তাহের মধ্যে একটি সাময়িক/প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতঃ প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার আসন সংখ্যাসহ তাহা পৃথকভাবে প্রকাশ করিবেন এবং এই বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে তাহা আহ্বান করিবেন।

(২) সাময়িক/প্রাথমিক ভোটার তালিকা ও প্রত্যেকটি আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক পূরণকৃত আসন সংখ্যা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দশ দিনের মধ্যে উক্ত ব্যাপারে কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকিলে তাহা নির্বাচন কমিশনের নিকট লিখিতভাবে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) নির্বাচন কমিশন এই ধরণের কোন আপত্তি বা পরামর্শ, যদি থাকে, পাওয়ার পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ও প্রত্যেকটি আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক কাউন্সিলে পূরণকৃত আসন সংখ্যা পৃথকভাবে প্রণয়ন করতঃ তাহা এই ধরণের কোন আপত্তি বা পরামর্শ দাখিলের শেষ তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রকাশ করিবেন।

১১(ডি)। **নির্বাচন কর্মসূচী ঘোষণা**—(১) নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ও প্রত্যেকটি আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক কাউন্সিলে পূরণকৃত আসন সংখ্যা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রত্যেক ভোটারের নিকট প্রত্যেক আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক কাউন্সিল পূরণকৃত আসন সংখ্যা উল্লেখপূর্বক নিম্নোক্ত বিবরণাদি সহকারে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিবেন—

(এ) বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের দুই সপ্তাহের মধ্যে একটি কার্যদিবসকে "মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন" হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে যেদিন অথবা তৎপূর্বে একজন প্রার্থী নির্বাচন কমিশনের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করিবেন; (বি) মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখের কমপক্ষে ১ দিন পর একটি কার্যদিবসকে মনোনয়নপত্র বাছাই এর দিন হিসাবে ধার্য করা হইবে; (সি) মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন হইতে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে একটি কার্যদিবসকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন হিসাবে ধার্য করা হইবে যেদিন অথবা তৎপূর্বে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাইবে; (ডি) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের দুই দিনের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তালিকা একটি কার্যদিবসে জানাইতে হইবে।

(ই) একটি কার্যদিবস জানাইয়া, এখন হইতে 'নির্বাচনের দিন' যেইদিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং ভোট গণনা করা হইবে।

(২) নির্বাচন কমিশন যদি এমন অবস্থা মনে করেন যে, পরিস্থিতি তাহাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে তখন তাহারা ইচ্ছা করিলে উপরোক্ত ১ দফায় বর্ণিত মতে নির্বাচন কর্মসূচীতে যে কোন পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারিবেন যাহা নিয়মিতভাবে বিজ্ঞপ্তি হইবে।

১২। **ভোটদানে যোগ্য সদস্যবৃন্দ**—(১) একজন সদস্য সেই আঞ্চলিক কমিটির নির্বাচনী এলাকায় কাউন্সিলে ভোট প্রদানে উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন যেখানে তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠানের তিন মাস পূর্বে বসবাস করিয়াছেন।

(২) নির্বাচনের দিনে যে সদস্যের নাম সদস্য তালিকা হইতে অপসারিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে তিনি ভোটদানে যোগ্য বিবেচিত হইবেন না, যদি না এইরূপ প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার নাম ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১২(ক)। **নির্বাচনে অংশ গ্রহণে সদস্যদের যোগ্যতা**—কেবলমাত্র ইনস্টিটিউটের এমন একজন সদস্য নির্বাচনের দিন যাহার কমপক্ষে পাঁচ বৎসর সদস্যকাল পূর্ণ হইয়াছে কিন্তু যিনি ঐ ইনস্টিটিউটে নিয়মিত বা চুক্তিভিত্তিক যে কোনভাবেই হউক কর্মরত আছেন তিনি যাহার যে আঞ্চলিক কমিটির নির্বাচনী এলাকায় ভোটার হিসাবে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত আছে সেই নির্বাচনী এলাকা হইতে কাউন্সিলের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে নির্বাচনে তিনি ভোট প্রদান করিতে পারিবেনঃ

শর্ত থাকে যে একজন কাউন্সিল সদস্য যদি ইনস্টিটিউটের নিয়মিত বা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী হন তবে চাকরী গ্রহণের তারিখ হইতে কাউন্সিলে তাঁহার পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং কাউন্সিলে এইরূপ সৃষ্ট শূন্যতা সাময়িক শূন্যতা বলিয়া গণ্য হইবে।

১২(খ)। **নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর ব্যক্তিগত বিবরণাদি প্রকাশনা**—(১) নির্বাচন কমিশন কাউন্সিলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর জীবনপঞ্জী প্রকাশ করিতে পারেন।

(২) প্রার্থীর জীবনপঞ্জীতে নিম্নোক্ত বিবরণাদি থাকিতে পারেঃ

(ক) প্রার্থীর নাম, সদস্য নং ও ঠিকানা

(খ) বয়স

(গ) শিক্ষাগত যোগ্যতা

(ঘ) সহযোগী বা ফেলো সদস্য

(ঙ) সহযোগী বা ফেলো সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তির বৎসর

(চ) চাকরী (পদের নামসহ চাকরী স্থলের ঠিকানা)

(ছ) সনদী হিসাব পেশায় নিয়োজিত (পুরো মালিকানা অথবা অংশীদারী মালিকানা, ফার্মের নাম ও ঠিকানাসহ)।

(৩) যে প্রার্থী তাঁহার জীবনপঞ্জী প্রকাশ করিতে চান, তিনি তাহার প্রার্থী পদ দাখিলের সময় তাহা নির্বাচন কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

১২(গ)। নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা—আঞ্চলিক কমিটির নির্বাচনী এলাকা হইতে মোট নির্বাচিত সদস্য হইবেন সর্বমোট ২০ জন এবং প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার সদস্য, ভোটারের সংখ্যা হিসাবে আনুপাতিক হারে নির্বাচিত হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা হইতে কমপক্ষে একজন সদস্য কাউন্সিলে নির্বাচিত হইবেন।

১৩। মনোনয়ন—এই উপ-বিধির অধীনে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের নিমিত্ত মনোনয়ন নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত আদর্শক অনুযায়ী প্রার্থীর নাম, প্রস্তাবকের ও সমর্থকের স্বাক্ষরসহ যাহারা উভয়ই ইনস্টিটিউটের সদস্য হইবেন এবং প্রার্থী যে নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন সেই এলাকায় ভোট প্রদানে সক্ষম হইবেন, মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে বা তাহার পূর্বে নির্বাচন কমিশনের নিকট রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রাপ্তি স্বীকারসহ বা হাতে হাতে পৌঁছাইতে হইবে।

১৩(ক)। মনোনয়নপত্র বাছাইকরণ—(১) নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্রগুলো বাছাই করিবেন এবং প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে ইহার গ্রহণযোগ্যতার স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন অথবা প্রার্থীর পদ বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত দিবেন।

(২) নির্বাচন কমিশন প্রার্থীপদ বাতিলের কারণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) নির্বাচন কমিশন একজন প্রার্থীর প্রার্থীপদ তখনই বাতিল করিবেন যখন ইহা এই মর্মে সন্তোষ প্রকাশ করেন যে—

(১) প্রার্থী যদি নির্বাচনে অংশ গ্রহণে অযোগ্য বিবেচিত হন ; অথবা

(২) নাম প্রস্তাবক অথবা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে তাহাদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখিতে অসমর্থ বিবেচিত হইলে ; অথবা

(৩) প্রার্থীর অথবা নাম প্রস্তাবকের অথবা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর যদি সঠিক বলিয়া বিবেচিত না হয় ; অথবা

(৪) যদি উপ-বিধি ১৩-তে সংস্থানকৃত বিধিমালা পালনে ব্যর্থতা প্রকাশ পায়ঃ

তবে—শর্ত থাকে যে,

(ক) নির্বাচন কমিশন এমন কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না যাহা নেহাৎই টেকনিক্যাল ত্রুটিপূর্ণ এবং যাহা প্রকৃত অস্তিত্বপূর্ণ ধরণের নয়।

(খ) কোন নির্দিষ্ট মনোনয়নপত্র অনিয়মিতের দরুণ বাতিল হইয়া যাওয়ার কারণে কোন বৈধ মনোনয়নপত্রের মাধ্যমে বিবেচিত মনোনয়ন বাতিলকৃত হইবে না।

(৪) এই আদেশ বা উপ-বিধির প্রয়োগযোগ্যতার ক্ষেত্রে নাম প্রস্তাবক বা সমর্থনকারীর যদি কোন অযোগ্যতা মনোনয়নপত্র স্বাক্ষরের তারিখে ধরা পড়ে তাহা হইলে ইহা মনোনয়নপত্র বাতিলের কারণ হইবে না।

(৫) যেক্ষেত্রে একটি মনোনয়নপত্র বা একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করা হইয়াছিল এবং যে ক্ষেত্রে এইরূপ একটি বা একাধিক মনোনয়নপত্র যেখানে যেইরূপ প্রযোজ্য, বাতিল বলিয়া গণ্য হইয়াছে, সেইরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন অনতিবিলম্বে বাতিলের কারণটি সংক্ষেপে বিবৃত করতঃ তাহা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে অবহিত করিবেন।

১৩(খ)। **বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রস্তুতকরণ**—নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র-সমূহ বাছাইকরণের পর যেসব প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হিসাবে গণ্য হইয়াছে তাহাদের নাম ঠিকানাসহ প্রত্যেক আঞ্চলিক কমিটির স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত করতঃ তাহা আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে প্রকাশ করিবেন।

১৩(গ)। **মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার**—একজন প্রার্থী, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যাহার মনোনয়নপত্র বৈধ হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, তিনি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে তাহার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিয়া তাহার নিজ হাতে লিখিত নোটিশ নির্বাচন কমিশনের নিকট পেশ করিতে পারেন।

১৩(ঘ)। **প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন**—নির্বাচন কমিশন প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের দুই দিনের মধ্যে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করিবেন, এখন হইতে যাহারা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিয়াছেন তাহাদের নাম বাতিল করতঃ 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা-কারী প্রার্থী' হিসাবে পরিগণিত হইবে।

১৩(ঙ)। **নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু অথবা সদস্যপদ খারিজ**—যদি এমন কোন প্রার্থী, যাহার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হইয়াছে, নির্বাচনের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন অথবা তাহার সদস্যপদ খারিজ হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন/অনুষ্ঠিত হইবে।

১৩(চ)। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন**—(১) যে ক্ষেত্রে উপ-বিধি ১৩(ক) অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাই এর পর অথবা উপ-বিধি ১৩(গ) অনুযায়ী প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পর এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর সংখ্যা আসন সংখ্যার সমান অথবা ঐ নির্বাচনী এলাকা হইতে কাউন্সিলে নির্বাচিতব্য শূন্য আসন সংখ্যা অপেক্ষা কম হইলে অথবা যেক্ষেত্রে নির্বাচনের পূর্বে কোন একজন বা একাধিক প্রার্থী মৃত্যুজনিত কারণে বা সদস্য পদ খারিজের পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী সংখ্যা পূরণযোগ্য আসন সংখ্যার সমান অথবা কম হয় সেক্ষেত্রে এইরূপ প্রার্থীগণ ঐ নির্বাচনী এলাকা হইতে কাউন্সিলে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে উপরোক্ত উপ-দফা ১ অনুযায়ী এমন সংখ্যক প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় যাহা ঐ নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিতব্য সদস্য সংখ্যা হইতে কম তাহা হইলে ঐ নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত সদস্যগণ মনোনয়নের মাধ্যমে শূন্য আসন বা আসনগুলি যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য পূরণ করিবেন।

১৪। **নির্বাচন পদ্ধতি**—এই উপ-বিধি অনুযায়ী গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অথবা ডাক-যোগে প্রাপ্ত গোপন ব্যালটের মাধ্যমে এতদউদ্দেশ্যে গঠিত একটি নির্বাচনী কেন্দ্রে নিম্নোক্তভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবেঃ

(ক) ঢাকা অথবা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান এলাকায় যে সকল সদস্যের রেজিস্টার্ড ঠিকানা বিদ্যমান তাহাদের ক্ষেত্রে—একটি নির্বাচনী কেন্দ্রে ভোট প্রদানের মাধ্যমে।

(খ) খুলনা পৌর এলাকায় অবস্থিত নির্বাচনী এলাকার সদস্যদের ক্ষেত্রে—একটি নির্বাচনী কেন্দ্রে ভোট প্রদানের মাধ্যমে।

(গ) যে সকল সদস্য এর ঠিকানা ঢাকা অথবা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান এলাকায় অথবা খুলনা পৌর এলাকায় নয় অথবা যাহারা বাংলাদেশের বাহিরে বসবাস করেন তাহাদের ক্ষেত্রে—ডাকযোগে ব্যালট প্রেরণের মাধ্যমে।

১৪(ক)। **নির্বাচনী কেন্দ্র**—নির্বাচন কমিশন প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার জন্যে নির্বাচন কেন্দ্র গঠন করিবেন এবং এইরূপ কেন্দ্রে নির্বাচন কমিশনের একজন সদস্য বা অন্য এইরূপ কর্মকর্তা, যিনি নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত হন, দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে। নির্বাচন কেন্দ্র সাধারণতঃ ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কমিটির অফিসে গঠিত হইবে। যে ক্ষেত্রে এইরূপ অফিস নাই সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যেখানে উপযুক্ত মনে করেন সেখানে এইরূপ কেন্দ্র গঠন করিবেন।

১৪(খ)। **ব্যালট পেপার**—প্রত্যেক আঞ্চলিক কমিটির জন্য প্রত্যেক ব্যালট পেপারে আদ্যক্ষরের ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর নাম লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং ইহাতে নির্বাচন কমিশনের সীলমোহর থাকিবে।

১৪(গ)। **ডাকযোগে প্রেরিতব্য ব্যালট প্রেরণ**—ডাকযোগে প্রেরিতব্য ব্যালটের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের কমপক্ষে পাঁচ সপ্তাহ পূর্বে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকায় প্রত্যেক ভোটারের নিকট যাহা প্রেরণ করিবেন—

(ক) ব্যালট পেপার ;

(খ) একটি ছোট খাম যাহার উপর "ব্যালট পেপার" কথাগুলো ছাপানো থাকিবে ;

(গ) একটি বড় সাইজের খাম যাহাতে নির্বাচন কমিশনের ফেরৎ ঠিকানা লেখা থাকিবে ;

(ঘ) ব্যালট পেপার প্রেরণের জন্য একটি প্রেরিতব্য আদর্শক পত্র ; এবং

(ঙ) ব্যালট পেপারে চিহ্নিতকরণ ও ফেরৎ পাঠানোর নির্দেশনামা।

১৪(ঘ)। **পোস্টাল ব্যালট ফেরৎ পাঠানোর ক্ষেত্রে**—পোস্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করণের পর সংশ্লিষ্ট ভোটার তাহা—

(১) যে খামের উপরে "ব্যালট পেপার" কথাটি লেখা আছে, তাহার ভেতরে ব্যালট পেপারটি ভরিয়া সীল করিয়া দিবেন ;

(২) ব্যালট পেপারধারী খামটি প্রেরিতব্য চিঠিখানি যথাযথভাবে পূরণ করতঃ তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া যে বৃহৎ খামটিতে নির্বাচন কমিশনের ফেরৎ ঠিকানা লেখা আছে তাহার ভিতরে ভরিয়া দিবেন ; এবং

(৩) ফেরৎ ঠিকানা লেখা খামটি নির্বাচন কমিশনের নিকট এমনভাবে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রাপ্তি স্বীকারসহ পাঠাবেন যাহা নির্বাচনের দিন সর্বশেষ বিকাল পাঁচটার পূর্বেই নির্বাচন কমিশনের নিকট পৌঁছায়।

১৪(ঙ)। **একজন ভোটার কর্তৃক স্বীকৃত সংখ্যক ভোট প্রদান**—একজন ভোটার একটি আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা হইতে কাউন্সিলে পূরণযোগ্য যে কয়টি আসন সংখ্যা নির্ধারিত আছে তাহার জন্য ভোট প্রদান করিবেন।

১৪(চ)। **পুনরায় সম্পূর্ণ নতুন একটি ব্যালট পেপার ইস্যুকরণ**—যেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন এই মর্মে সন্তোষ প্রকাশ করিবেন যে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন কাগজ-পত্র বা ব্যালট পেপার হারাইয়া গিয়াছে বা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে অথবা অন্য কোন কারণে যদি বন্টন না হইয়া ফেরৎ আসে সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন এইসব কাগজ-পত্র রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পুনঃ ইস্যু করিতে পারেন অথবা যদি সংশ্লিষ্ট ভোটার কর্তৃক আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর নির্বাচন কমিশন এই মর্মে সন্তোষ প্রকাশ করেন যে প্রকৃতপক্ষেই তাহা হারাইয়া গিয়াছে বা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বা ফেরৎ আসিয়াছে সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন নতুন ব্যালট পেপার ইস্যু করিতে পারিবেন।

১৪(ছ)। গোপনীয় কক্ষ—ভোটার কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণের জন্য প্রত্যেক নির্বাচনী কেন্দ্রে একটি বা একাধিক গোপনীয় কক্ষ থাকিবে।

১৪(জ)। নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট/প্রতিনিধির উপস্থিতি—একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী অথবা তাহার নির্বাচনী প্রতিনিধি, যিনি একজন ভোটারও বটে, নির্বাচন চলাকালীন সময়ে নির্বাচনী কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

১৪(ঝ)। ভোটার চিহ্নিতকরণ—(১) ভোটার হিসাবে পরিচয়দানকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী কেন্দ্রে উপস্থাপিত ভোটার তালিকায় স্বাক্ষর করিতে হইবে।

(২) ব্যালট পেপার ইস্যু করার পূর্বে নির্বাচনী কর্মকর্তার একজন ভোটার সম্পর্কে কোন সন্দেহের উদ্রেক হইলে তাহা নিরসনের নিমিত্ত তিনি কোন ভোটার বা নির্বাচনী প্রতিনিধির প্রশ্নে যে ব্যবস্থা উপযুক্ত মনে করেন তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) যদি নির্বাচন কর্মকর্তা ভোটার হিসাবে পরিচয়দানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন, সেক্ষেত্রে তিনি এইরূপ ব্যক্তিকে ভোট প্রদান হইতে বিরত রাখিতে পারেন।

(৪) যদি ভোট প্রদানের অনুমতি অস্বীকৃত হয়, সেক্ষেত্রে এই অস্বীকৃতির কারণ লিপিবদ্ধসহ কোন আপত্তি লিখিতভাবে উত্থাপিত হইলে তাহাও যথাযথভাবে বিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৫। নির্বাচন কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ড রাখা—ব্যালট পেপার প্রদানের সময় নির্বাচন কর্মকর্তা ভোটার তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটারের নামের বিপরীতে এমন একটি চিহ্ন প্রদান করিবেন যাহাতে বোঝা যায় ভোটার ব্যালট পেপার গ্রহণ করিয়াছেন। ভোটার নিজেও ব্যালট পেপার গ্রহণের স্বপক্ষে তাহার স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

১৫(ক)। ব্যালট পেপার প্রাপ্তির পর ভোট রেকর্ড করার পদ্ধতি—ব্যালট পেপার গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট ভোটার এতদউদ্দেশ্যে গঠিত গোপনীয় কক্ষে যাবেন এবং ব্যালট পেপারে তাহার পছন্দসই প্রার্থীর নামের বিপরীতে × ক্রস চিহ্নের মাধ্যমে ভোট প্রদান করিবেন। অতঃপর ইহা ভাঁজ করিয়া নির্বাচন কর্মকর্তার সম্মুখে রক্ষিত ব্যালট বাক্সে ফেলিবেন।

১৫(খ)। নির্বাচনী সময়—নির্বাচনী কেন্দ্রে ভোট প্রদানের সময়-সূচী সকাল ৮-০০টা হইতে বিকাল ৫-০০টা পর্যন্ত নির্ধারিত থাকিবে এবং ইহার পরে সেখানে আর কোন ভোটার প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

১৫(গ)। ব্যালট পেপার বাতিল বলিয়া ঘোষণার ভিত্তি—একটি ব্যালট পেপার বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইবে যদি—(ক) কোন ভোটার ইহাতে তাহার নাম স্বাক্ষর করেন অথবা অন্য কোন কথা লেখেন বা কোন চিহ্ন আঁকেন অথবা এমন কোন চিহ্ন লিপিবদ্ধ করেন যাহাতে ব্যালট পেপার বা সংশ্লিষ্ট ভোটারকে ইহার দ্বারা চিহ্নিতকরণ করা যায়; অথবা (খ) ইহাতে নির্বাচন কমিশনের সীলমোহর না থাকে; অথবা (গ) ইহাতে "ক্রশ" মার্ক চিহ্নিত করা না হয়; অথবা (ঘ) একজন ভোটার যদি একটি আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যার প্রত্যেকটির জন্য ভোট প্রদান না করিয়া থাকেন; অথবা (ঙ) একজন ভোটার যদি পূরণযোগ্য আসন সংখ্যার চেয়ে অধিকতর সংখ্যক আসনে ভোট প্রদান করেন; অথবা (চ) একজন ভোটার যদি একজন প্রার্থীর অনুকূলে একটির অধিক ভোট

প্রদান করেন; অথবা (ছ) একজন ভোটার যদি একজন প্রার্থীর অনুকূলে একটি (×) ক্রস চিহ্নের অতিরিক্ত কোন স্বাক্ষর করেন বা বিকল্প কোন চিহ্ন প্রদান করেন; অথবা (জ) যদি চিহ্নিত অংশ কোন অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে; অথবা (ঝ) যদি ডাকযোগে প্রাপ্ত ব্যালট নির্বাচনের দিনে বিকাল ৫-০০টার পরে আসিয়া পৌছায়।

১৫(ঘ)। **ভোট গণনার সময় প্রার্থীর উপস্থিতি**—ভোট গণনার সময় প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহার প্রতিনিধি, যিনি একজন ভোটার এবং লিখিতভাবে নিযুক্ত, উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

১৬। **ভোট গণনা**—(১) নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট প্রদান শেষে নির্বাচন কমিশনের একজন সদস্য ভোট গণনা কর্মসূচী পরিচালনা করিবেন। (২) নির্বাচন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট গণনার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত কর্মসূচী পালন করিবেনঃ

(১) ফেরৎ ঠিকানা লেখা খামটি খুলিবেন এবং ফরওয়ার্ডিং লেটার ও ব্যালট পেপার লেখা খামটি পৃথক করিবেন, ফরওয়ার্ডিং লেটারটি ভোটার তালিকার সহিত মিলাইয়া দেখিবেন এবং ফরওয়ার্ডিং লেটার এর নম্বর ফেরৎ ঠিকানা লেখা খাম ও খামের উপরে ব্যালট পেপার হিসাবে মুদ্রিত খামের নম্বর মিলাইবেন এবং অতঃপর তাহা রেকর্ড করিবেন; (২) ব্যালট পেপার হিসাবে খামের উপরে মুদ্রিত খামটি খুলিবেন এবং ব্যালট পেপারটি বাহির করিয়া লইবেন এবং অতঃপর ব্যালট পেপার গণনা করিবেন এবং ব্যালট পেপারের সহিত খাম ও ফরওয়ার্ডিং এর সংখ্যা মিলাইয়া দেখিবেন এবং তাহা রেকর্ড করিবেন; (৩) ব্যালট বাক্স খুলিবেন, ব্যালট পেপার বাহির করিয়া লইয়া তাহা গণনা করিবেন এবং নির্বাচন কেন্দ্রে ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যার সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিবেন এবং তারা রেকর্ড করিবেন;

(৪) ব্যালট পেপার পরীক্ষা করিবেন এবং যথাযথভাবে বাছাই করতঃ বাতিল ব্যালট পেপার বাজেয়াপ্ত করিবেন; (৫) বৈধ ব্যালট পেপারের ভিত্তিতে প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকূলে প্রাপ্ত ভোট গণনা করতঃ প্রত্যেক প্রার্থী মোট কত ভোট প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবেন; এবং (৬) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী প্রতিনিধির কোন আপত্তি, যদি থাকে, তাহা রেকর্ড করিবেন।

১৬(ক)। **নির্বাচনী ফলাফল চূড়ান্তকরণ**—যে কোন আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার পূরণযোগ্য আসন সংখ্যার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পাবেন নির্বাচনী কর্মকর্তা তাহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন। কিন্তু যেক্ষেত্রে দুইজন বা ততোধিক প্রার্থীর ভোট সংখ্যা সমান সেক্ষেত্রে নির্বাচন কর্মকর্তা লটারীর আয়োজন করিবেন এবং লটারীর যে প্রার্থীর অনুকূলে উঠিবে নির্বাচন কর্মকর্তা তাহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

১৬(খ)। **নির্বাচনী কাগজ-পত্র প্রেরণ**—নির্বাচন কমিশনের সদস্য নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার অব্যবহিত পর নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ-পত্রাদি একটি গোপনীয় খামে ভরিয়া উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী বা তাহাদের নির্বাচন প্রতিনিধির সম্মুখে স্বাক্ষরসহ সীল করিয়া তাহা নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৬(গ)। **নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী ফলাফল অবহিতকরণ**—উপ-বিধি ১৬(ক) অনুযায়ী সকল প্রার্থীর নাম নির্বাচিত হিসাবে ঘোষিত হইবার অব্যবহিত পর নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ হইতে ৭ দিনের মধ্যে তাহা অফিসিয়ালি কাউন্সিলকে অবহিত করিবেন।

১৬(ঘ)। **কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচনী ফলাফল বিজ্ঞপ্তিকরণ**—নির্বাচনের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে কাউন্সিল নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম ইনস্টিটিউটের সকল সদস্যের নিকট বিজ্ঞপ্তি করিবেন।

১৬(ঙ) আকস্মিক অসতর্কতা ইত্যাদির দরুণ নির্বাচন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না—কোন আকস্মিক অসতর্ক অনিয়মানুবর্তিতা অথবা কোন অনানুষ্ঠানিকতার দরুণ একজন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রেরণে আকস্মিক অসতর্কতা অথবা প্রেরণে বিলম্ব অথবা একজন ভোটার কর্তৃক ভোট সংক্রান্ত কাগজ-পত্রাদি আকস্মিক অসতর্কতার দরুণ প্রাপ্তি স্বীকার না করা অথবা বিলম্বে গ্রহণ করা অথবা আকস্মিক বিলম্ব অথবা উপ-বিধি ১১ডি এর ২ দফা অনুযায়ী নির্বাচনী তফসিলে কোন পরিবর্তন আনয়ন করিবার কারণে কোন নির্বাচন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

১৬(চ)। **নির্বাচন কার্য সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ**।—(১) নির্বাচন কমিশন অথবা কাউন্সিল কর্তৃক একজন সদস্যের বিরুদ্ধে তখন শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে যখন ইহা প্রতীয়মান হইবে যে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজে অথবা অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে নিম্নোক্ত কাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন—

(১) ম্যানিফেস্টো বা সার্কুলার ইস্যু করিয়া ; অথবা

(২) ভোটারদের আপ্যায়ন বাবদ কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া ; অথবা

(৩) নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন ধরণের উপহার অথবা বকশিশ প্রদান করিয়া অথবা দেবার অঙ্গিকার করিয়া—

(ক) নির্বাচনে কোন সদস্যকে একজন প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইতে বিরত রাখিতে প্ররোচনা করা অথবা এই কাজের জন্য অথবা বাদ দেওয়ার জন্য তাহাকে পুরস্কৃত করা; অথবা

(খ) কোন সদস্যকে তাহার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার জন্য প্রতারিত করা অথবা এইরূপ প্রত্যাহারের জন্য পুরস্কৃত করা ; অথবা

(গ) একজন ভোটারকে ভোট প্রদানে প্রতারণা অথবা নির্বাচনে ভোট প্রদান না করা অথবা এইরূপ কাজের জন্য অথবা বাদ দেওয়ার জন্য পুরস্কৃত করা ;

ব্যাখ্যা—এই দফার উদ্দেশ্যে বকশিশ কথাটি আর্থিক বকশিশ দ্বারা অথবা টাকার দ্বারা পূরণ যোগ্য বকশিশ দ্বারা বারিত নয় বরং ইহা বিভিন্ন ধরণের আপ্যায়ন ও পুরস্কারকে বুঝায়।

(২) একজন সদস্য যদি নির্বাচন সংক্রান্ত নিম্নোক্ত এক বা একাধিক আচরণ করেন তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে, যেমন—

(ক) অনভিপ্রেত প্রভাব, অর্থাৎ প্রার্থীর পক্ষে/প্রতি যে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ অথবা হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা অথবা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা, তাহার পরোক্ষ সমর্থনে, তাহার মুক্ত ভোট প্রদানের অধিকার সহকারে।

(খ) একজন প্রার্থী বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক এমন কোন বস্তু প্রকাশনা করা, যাহা তাহার পরোক্ষ সমর্থনে, এমন কোন বিষয়বস্তু যাহা মিথ্যা অথবা যাহা তিনি হয় মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করেন নতুবা যাহা তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না অথবা যাহা ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কিত অথবা যে কোন প্রার্থীর আচরণ সম্পর্কিত যাহা এমন ধরণের বিবৃতি যাহা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে কোন প্রার্থীর ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করার সামীল।

(গ) ভোট প্রদানে যোগ্য কোন সদস্য যিনি বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কোন চাকুরী করিতেছেন, এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ভোট প্রদান ব্যতীত প্রার্থী বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা, তাহার পরোক্ষ সমর্থনে এমন কোন সাহায্য করা যাহা নির্বাচনে প্রার্থীর আকাংখা বাস্তবায়নে প্রতিফলন ঘটায়।

(ঘ) যে কোন বকশিশ গ্রহণের নিমিত্ত একজন সদস্য কর্তৃক প্রাপ্ত অথবা চুক্তি—

(১) প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিবার জন্য যাহা উদ্দীপনা জাগায়/প্ররোচিত করে অথবা পুরস্কৃত করে ; অথবা

(২) তাহার প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের নিমিত্ত যাহা প্ররোচিত করে অথবা পুরস্কৃত করে ; অথবা

(৩) ভোট প্রদান করিবার জন্য অথবা ভোট প্রদানে বিরত থাকিবার কারণে তাহার নিজের জন্য অথবা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য যাহা প্ররোচিত করে অথবা পুরস্কৃত করে ; অথবা

(৪) এই উপ-বিধির কোন অনুবিধির প্রতারণা করার জন্য অথবা অপব্যবহার করিবার জন্য অথবা কোন শর্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাহা মিথ্যা জানিয়া কোন মিথ্যা বা ভ্রান্ত বিবৃতি প্রদান করা।

১৬(ঙ)। **নির্বাচনে উদ্ভূত নালিশ বিচারার্থে গ্রহণ এবং নিষ্পত্তিকরণ**—(১) নির্বাচন কমিশন ইহার নিজের উদ্যোগে অথবা অন্য কোন সদস্য পক্ষ হইতে লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তির পর নির্বাচনের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে একজন সদস্য কর্তৃক উপ-বিধির ১৬এফ এর অধীনেকৃত অপরাধ আমলে আনয়ন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

(২) নির্বাচন কমিশন আনীত অপরাধসমূহে তদন্ত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৩) নির্বাচন কমিশন যদি তদন্ত পরে এ মর্মে সন্তোষ প্রকাশ করেন যে সংশ্লিষ্ট সদস্য-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে ইহা—

(১) যদি নির্বাচন সম্পূর্ণ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা প্রার্থীপদ বাতিল করিবেন; অথবা

(২) যদি নির্বাচন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের নির্বাচন বাতিল বলিয়া গণ্য করিবেন।

(৪) নির্বাচন কমিশন ইহার প্রাপ্ত বিষয়াদি এবং সিদ্ধান্তাবলী কাউন্সিলকে অনতিবিলম্বে অবহিত করিবেন।

(৫) কাউন্সিল যদি নির্বাচিত কমিশনের প্রাপ্ত তথ্যাদি ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই মর্মে সন্তোষ প্রকাশ করেন যে সংশ্লিষ্ট সদস্য কর্তৃক কৃত অপরাধটি গুরুতর ধরণের ; তাহা হইলে কাউন্সিল তাহাকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইতে সর্বোচ্চ ছয় বৎসর বিরত রাখার শাস্তি প্রদান করিতে পারেন। এই ধরনের শাস্তি প্রদানের পূর্বে কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন।

১৭। **নির্বাচনী বিবাদ**—(১) ১১ অনুচ্ছেদের ২দফা অনুযায়ী একখানা আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কাউন্সিল বিষয়টি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে ট্রাইবুন্যালের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) ট্রাইবুন্যাল ইহার সিদ্ধান্ত প্রদানের সময় এমন যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারেন যাহা ইহা উপযুক্ত মনে করেন।

(৩) যদি ট্রাইবুন্যাল এই মর্মে সন্তোষ প্রকাশ করেন যে ১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দাখিলকৃত আবেদন বৈধ ভিত্তির উপর দন্ডায়মান নয় সে ক্ষেত্রে ট্রাইবুন্যাল আবেদন পত্রখানি খারিজ করতঃ কাউন্সিলের প্রতি যে কোন মূল্যের খরচ আরোপ করিতে পারেন।

(৪) এই উপ-বিধি অনুযায়ী কাউন্সিল নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সকল কার্যের সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৫) নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্ম কর্তাগণসহ এতদউদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্মচারীগণ এমন যে কোন পারিশ্রমিক পাইতে পারেন যাহা কাউন্সিল সময়ে সময়ে নির্ধারণ করিবেন।

১৭(ক)। **কাউন্সিলে পদ শূন্য**—১৪ অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী কাউন্সিলের কোন পদ আকস্মিকভাবে শূন্য হইলে তাহা এই শূন্যতার তারিখ হইতে একশত দিনের মধ্যে মূল আসন সংখ্যা পূরণের পদ্ধতি অনুযায়ী পূরণ করিতে হইবে।

১৮। কাউন্সিলের নির্বাচনী অনুবিধির কার্যায়ন করিতে সংশ্লিষ্ট অসুবিধাগুলি দূরিকরণের ক্ষমতা কাউন্সিলের নির্বাচনী অনুবিধির কার্যায়নের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে বা আরোপিত হইলে, নির্বাচন কমিশন এইরূপ অনুবিধির সৃষ্টি করিতে পারেন যাহা এই উপ-বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এবং যাহা অসুবিধাগুলি দূরিকরণের অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।"।

কাউন্সিলের আদেশবলে

মোঃ ইউনুসউদ্দীন

সচিব,

বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউট।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। খোন্দকার মাহ্‌ফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্‌ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।